কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 08 APR 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫ ...

# সরকার সমর্থক শিক্ষক-ছাত্রলীগ দ্বন্দ্বে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

জসীম রেজা ▶

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে (জবি) সরকারদলীয় শিক্ষকদের সংগঠন নীল দল ও ছাত্রলীগের দ্বন্দ্ব প্রকাশ্য রূপ নিয়েছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে হল উদ্ধারের আন্দোলন ও একাডেমিক ভবনের ৪০ কোটি টাকার টেন্ডার-বাণিজ্য নিয়ে দুই সংগঠনের বিরোধ চরম আকার ধারণ করেছে। এতে ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, স্থানীয় সংসদ সদস্য হাজী সেলিম জাতীয় সংসদে ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে মন্তব্য করায় তাঁর দখলে থাকা তিকাত হলসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদখল ১০টি হল উদ্ধারে গত ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে আন্দোলন শুরু করে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। এর কয়েক দিন পরই ছাত্রলীগ ও প্রগতিশীল ছাত্রসংগঠনগুলো জোটবদ্ধ হয়ে গঠন করে হল পুনরুদ্ধার ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ।

অবে শুরু থেকেই আন্দোলন থেকে দূরে ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার সমর্থিত শিক্ষকদের সংগঠন নীল দল। ২৩ ফেব্রুয়ারি হল আন্দোলনকারীরা তিকাত হল পুনরুদ্ধারে যাওয়ার ঘোষণা দিলে শিক্ষক ও কর্মচারীরা তাতে সমর্থন জানান। সে অনুযায়ী ওই দিন হল দখল করতে গেলে পুলিশ তাঁদের ওপর নির্বিচারে রাবার বুলেট, টিয়ার শেল ও লাঠিপেটা করলে সংঘর্ষ বাধে। এতে শিক্ষার্থী, পুলিশ, শিক্ষক, কর্মচারীসহ অন্তত তিন শতাধিক ব্যক্তি আহত হন। ওই দিনের সংঘর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের নীল দলের এক শিক্ষক আহত হলে পরদিন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ও নীল দলের নেতারা সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে অংশ নেন। একই সঙ্গে শিক্ষক সমিতি ও হল উদ্ধার সংগ্রাম পরিষদ যৌথভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয়। পাশাপাশি বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে সংগ্রাম পরিষদ ও শিক্ষক নেতারা পুলিশি হামলার ঘটনায় লালবাগ জোনের ডিসি হারুনুর রশিদ ও কোতোয়ালি থানার তৎকালীন ওসি মনিরুজ্জামানকে দায়ী করে তাঁদের অপসারণ দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে তদন্ত কমিটি প্রধান ঢাকা-৬ আসনের সংসদ সদস্য প্রধান কাজী ফিরোজ রশিদ শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আন্দোলন থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। কিন্তু আন্দোলনকারীরা ধারাবাহিকভাবে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করে আন্দোলন চালিয়ে যান। এতে চরমভাবে ব্যাহত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম।

আন্দোলনের ধারাবাহিক কর্মসূচি অনুযায়ী গত ১৬ মার্চ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ছাত্র-শিক্ষকদের মহাসমাবেশের ডাক দেয় হল উদ্ধার সংগ্রাম পরিষদ। এ সমাবেশকে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে রূপ নেয়। মহাসমাবেশের আগে ১৩ মার্চ বিরোধ চরম আকার ধারণ করে।

- শিক্ষকদের অভিযোগ, টেন্ডার না পেয়ে শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করছে ছাত্রলীগ
- ছাত্রলীগের অভিযোগ হল দখলদারদের কাছ থেকে টাকা খেয়ে আন্দোলন দমাতে চাইছেন শিক্ষকরা

নীল দলের শিক্ষক অধ্যাপক সৈয়দ আলম অভিযোগ করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের টেন্ডার না পাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ও হল উদ্ধার সংগ্রাম পরিষদের সদস্যসচিব সিরাজুল ইসলাম তাঁকে লাঞ্ছিত করেছেন। তাঁর অভিযোগের ঘটনার অজুহাতে শিক্ষক সমিতি ও নীল দল শিক্ষক লাঞ্ছিতের বিচারের জন্য উপাচার্যকে চাপ দেয়। ১৪ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সিরাজুল ইসলামসহ তিন শিক্ষার্থীকে সাময়িক বহিষ্কার ও তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করে। এ সময় আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ায় নীল দল।

এদিকে তিন শিক্ষার্থীর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার ও ১৬ মার্চের মহাসমাবেশ সফল করতে আন্দোলনকারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে তালা দেন। এ সময় নীল দলের শিক্ষকরা তাঁদের বিরুদ্ধে স্লোগান হয়ে প্রধান ফটকের তালা ভেঙে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেন। এতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে চরম উত্তেজনা দেখা দেয়। নীল দলের শিক্ষকরা প্রক্টর অশোক কুমার শাহাকে গালাগাল করেন।

এদিকে ছাত্রলীগ নেতারা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের মহাসমাবেশে অভিযোগ করেন, নীল দলের শিক্ষক নেতারা হল দখলকারী হাজী সেলিমের কাছ থেকে বড় অঙ্কের টাকা নিয়ে আন্দোলনকে দমাতে চাইছেন। আর সেই টাকা দিয়েই ওই সময়ে নীল দলের সভাপতি অধ্যাপক সেলিম করোলা মডেলের একটি গাড়ি কিনেছেন। এই অভিযোগ প্রসঙ্গে এ প্রতিবেদক অধ্যাপক সেলিমের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি কথা বলতে অপারগতা জানান।

অন্যদিকে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের সদস্যসচিব সিরাজুল ইসলাম নীল দলের শিক্ষক সৈয়দ আলমকে লাঞ্ছিত করার অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'অধ্যাপক মো. সেলিমের কথামতো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে পদত্যাগে বাধ্য করতে এক দফা দাবি না দেওয়ায় আমাদের হল উদ্ধার আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে তিনি সৈয়দ আলমকে দিয়ে মিথ্যা অভিযোগ করিয়েছেন। উপাচার্য মিজানুর রহমানকে সরিয়ে দিতে পারলেই তিনি উপাচার্য হতে পারবেন বলে আমাদের জানানো হয়েছে।'

ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মফিজুল ইসলাম শিপির বলেন, হাজী সেলিমের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে নীল দলের সভাপতি নতুন গাড়ি কিনেছেন। শুধু তাই নয়, নীল দলের শিক্ষক নেতারা এখন একাডেমিক ভবনের টেন্ডারকাজের ৪০ কোটি টাকার ভাগ পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা চাই, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে আসুক। শিক্ষার্থীদের যাতে কোনো ক্ষতি না হয়, সেদিকে সবাইকে সজাগ রাখতে হবে।'